ইসলাম ও সনাতন ধর্মের সামঞ্জস্যতা
নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

ভূমিকা

এই প্রতিবেদনটি ইসলাম ও সনাতন ধর্মের ঐশ্বরিক ধারণা, বিশেষ করে স্রষ্টার গুণাবলী এবং উভয় ধর্মের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যতার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো দুটি ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সাদৃশ্য এবং মৌলিক পার্থক্যগুলো নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা, যা আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ইসলাম, একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, যা আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) এবং নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মাধ্যমে প্রেরিত ঐশ্বরিক বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও হাদীস।

এটি সৃষ্টির শুরু থেকেই বিদ্যমান এবং হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল একই আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। সনাতন ধর্ম, যা প্রায়শই হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত, একটি প্রাচীন ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্য।

এটি বৈচিত্র্যময় বিশ্বাস ও অনুশীলনের একটি সমষ্টি, যেখানে একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, অবতারবাদ এবং এমনকি নাস্তিক্যবাদও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। এর মূল ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বেদ ও উপনিষদ, যা ঐশ্বরিক বাণী হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলাম নিজেকে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু হওয়া একটি আদিম ধর্ম হিসেবে দাবি করে, যা মানবজাতির অস্তিত্বের শুরু থেকেই বিদ্যমান। একইভাবে, সনাতন ধর্মকেও একটি "প্রাচীন ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্য" হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

এই দুটি ধারণার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধর্মই নিজেদেরকে কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ফলস্বরূপ নয়, বরং একটি শাশ্বত বা আদিম সত্যের ধারক হিসেবে উপস্থাপন করে।

এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ইঙ্গিত দেয় যে, উভয় ধর্মই মানবজাতির আধ্যাত্মিক যাত্রায় একটি ধারাবাহিকতা এবং মৌলিক ঐশ্বরিক নির্দেশনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এই ধারণাটি ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পথ হলেও মূল উৎস বা লক্ষ্য একই হতে পারে।

যদি উভয় ধর্মই নিজেদেরকে একটি বৃহত্তর, আদিম সত্যের অংশ হিসেবে দেখে, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ তারা নিজেদেরকে একই ঐশ্বরিক প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে দেখতে শুরু করবে, যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামে আল্লাহর গুণাবলী ও একত্ববাদ

আসমাউল হুসনা: আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ

ইসলামে আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক সুন্দর নাম রয়েছে, যা **'আসমাউল হুসনা'** নামে পরিচিত । 'আসমা' শব্দের অর্থ হলো "নামসমূহ" আর 'হুসনা' শব্দের অর্থ "সুন্দরতম", অর্থাৎ আসমাউল হুসনা অর্থ হলো "সুন্দরতম নামসমূহ" । এই নামগুলো আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর পরিচায়ক এবং এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ঈমান বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।কুরআন ও হাদীসে এই নামসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। **আল্লাহ নিজেই বলেন,** "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।

সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক" **(আল-আ'রাফ: ১৮০)** । **রাসূলাল্লাহ (সাঃ)** বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে, এক কম একশত নাম। যে ব্যক্তি এ নামগুলোর হিফাযাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" **(সহীহ বুখারী ৬৪১০)** ।

এই নামগুলো আল্লাহর বিভিন্ন গুণ যেমন - পরম দয়ালু (আর-রাহমান), অতি দয়ালু (আর-রাহীম), সর্বকর্তৃত্বময় (আল-মালিক), নিষ্কলুষ (আল-কুদ্দুস), শান্তি-দানকারী (আস-সালাম), নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী (আল-মু'মিন), পরিপূর্ন রক্ষণাবেক্ষণকারী (আল-মুহাইমিন), পরাক্রমশালী (আল-আ'জীজ), মহাপ্রতাপশালী (আল-জাব্বার), নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী (আল-মুতাকাব্বিইর), সৃষ্টিকর্তা (আল-খালিক্ব) ইত্যাদি প্রকাশ করে ।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান কেবল তাত্ত্বিক ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ব্যক্তির নৈতিক ও আত্মিক বিকাশে সরাসরি প্রভাব ফেলে। আল্লাহর নাম সম্বন্ধে একজন ব্যক্তির যত বেশি উপলব্ধি থাকে, জীবনের গতিবিধি ও গতিপথ সম্পর্কে তার সতর্কতা এবং গভীর উপলব্ধি তত বেশি হয় । এই জ্ঞান শুধু ইবাদতের মাধুর্যই বাড়ায় না, বরং পাপ থেকে দূরে থাকতেও সাহায্য করে ।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর গুণাবলী যেমন 'আর-রাহমান' (পরম দয়ালু) বা 'আল-আ'জীজ' (পরাক্রমশালী) উপলব্ধি করলে ব্যক্তি দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ হতে অনুপ্রাণিত হয়, যা তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর প্রতি ভক্তি বাড়ায়। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে ধর্মীয় জ্ঞান কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের একটি মাধ্যম। আল্লাহর গুণাবলী জানার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করে, যা তাকে একজন উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

তাওহীদ: আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা ও প্রকারভেদ

তাওহীদ হলো ইসলামের মৌলিক ভিত্তি, যার অর্থ আল্লাহকে তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।

তাওহীদকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয় :

- **তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ (Tawhid al-Rububiyyah):** আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, মালিক এবং মহাবিশ্বের একমাত্র ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্বাস করা। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, যাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর।

- **তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ওয়াল-'ইবাদাহ্ (Tawhid al-Uluhiyyah wa al-'Ibadah):** একমাত্র আল্লাহকেই সকল প্রকার ইবাদতের যোগ্য মনে করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। প্রার্থনা, নামাজ, ভয়, আশা, সাহায্য চাওয়া, ভরসা করা, কুরবানী, মানত - সবকিছু কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদন করা।

- **তাওহীদুল আসমা ওয়াস্সিফাত (Tawhid al-Asma wa al-Sifat):** আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও উচ্চমানের গুণাবলীকে বিশ্বাস করা এবং স্বীকার করা যে তাঁর কোনো শরিক নেই এবং তিনি সকল প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।

তাঁর গুণাবলী সৃষ্টজীবের মতো নয় এবং তাঁর গুণাবলীর ধরন মানুষের অজানা ,কেবলমাত্র তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ স্বীকার করা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়; ইবলিস ও মুশরিকরাও এটি স্বীকার করত, কিন্তু তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ গ্রহণ না করায় তারা উপকৃত হয়নি।

তাওহীদের তিনটি প্রকার (রবূবিয়্যাহ, উলূহিয়্যাহ, আসমা ওয়াস্সিফাত) একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস মানুষকে সৃষ্টিকুলের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে এবং একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণাঙ্গ নির্ভরতা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর নির্দেশনার প্রতি আন্তরিকতা তৈরি করে।

এটি ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এই অখণ্ড তাওহীদ মানুষকে জীবনে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য দেয় - আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। এটি ব্যক্তির আত্মিক শান্তি, নৈতিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে, কারণ সে জানে যে তার সকল কর্মের হিসাব একমাত্র আল্লাহর কাছেই দিতে হবে। এটি মানুষের মধ্যে অহংকার দূর করে এবং বিনয় ও কৃতজ্ঞতা বোধ জাগ্রত করে।

আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা

কুরআনে আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের বন্ধনে বশীভূত রেখেছেন। তিনিই মানুষকে দুর্বল বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন, শক্তি দান করেন এবং আবার দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন। তিনি বাতাসের মাধ্যমে মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

নিম্নোক্ত সারণীটি ইসলামে আল্লাহর কিছু প্রধান গুণাবলী (আসমাউল হুসনা) এবং তাদের অর্থ সংক্ষেপে তুলে ধরে:

সারণী ১: ইসলামে আল্লাহর প্রধান গুণাবলী (আসমাউল হুসনা)

নাম (আরবী)	অর্থ (বাংলা)	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
আল্লাহ (الله)	আল্লাহ	একক সত্তা, যার কোনো শরিক নেই
আর-রাহমান (الرحمن)	পরম দয়ালু, পরম করুণাময়	যিনি এই দুনিয়াতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রচুর দয়া করেন, এবং আখিরাতে বিশেষত বিশ্বাসীদের প্রতি
আর-রাহীম (الرحيم)	অতিশয়-মেহেরবান, অতি দয়ালু	যিনি বিশ্বাসীদের প্রতি প্রচুর দয়া করেন
আল-মালিক (الملك)	সর্বকর্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক	যার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে, যার কর্তৃত্ব ত্রুটিমুক্ত
আল-কুদ্দুস (القدوس)	নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র	যিনি সকল অপূর্ণতা থেকে এবং সন্তান ও প্রতিপক্ষ থেকে পবিত্র
আস-সালাম (السلام)	নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি-দানকারী	যিনি সকল অপূর্ণতা থেকে মুক্ত
আল-মু'মিন (المؤمن)	নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী	যিনি নিজের জন্য সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এবং বিশ্বাসীদের সত্যবাদিতায় সাক্ষ্য দিয়েছেন
আল-মুহাইমিন (المهيمن)	পরিপূর্ন রক্ষণাবেক্ষণকারী, রক্ষক	যিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের কথা ও কাজের সাক্ষী
আল-আ'জীজ (العزيز)	পরাক্রমশালী, অপরাজেয়	যিনি পরাজিত হন না
আল-জাব্বার (الجبار)	দুর্নিবার, মহাপ্রতাপশালী	যার রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না
আল-মুতাকাব্বিইর (المتكبر)	নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী	যিনি সৃষ্টিকুলের গুণাবলী থেকে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য থেকে পবিত্র
আল-খালিক্ব (الخالق)	সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারী	যিনি সবকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন

এই সারণীটি কেবল তথ্যের একটি তালিকা নয়, বরং এটি আল্লাহর গুণাবলীর বৈচিত্র্য এবং গভীরতা তুলে ধরে। এটি পাঠককে আল্লাহর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি দ্রুত ও সুস্পষ্ট ধারণা দেবে, যা পরবর্তী তুলনামূলক বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' এর মতো নামগুলো আল্লাহর অসীম করুণা ও দয়ার দিকটি তুলে ধরে, যা সনাতন ধর্মের ঈশ্বরের করুণাময় দিকের সাথে তুলনার ভিত্তি তৈরি করবে। এই কাঠামোগত চিত্রটি জটিল দার্শনিক আলোচনাকে সহজবোধ্য করে তোলে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাবলী

ব্রহ্মের ধারণা: নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম

সনাতন ধর্মে, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনে, ব্রহ্ম হলো পরম সত্তা, যা সকল প্রকার ভেদরহিত এবং অসীম। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ এবং নির্গুণ বলা হয়, অর্থাৎ এর কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই যা দ্বারা তাকে বর্ণনা করা যায়। এটি নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়, কোনো পরিবর্তন বা অভাব এর নেই; ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'সৎ, চিৎ, আনন্দ' ব্রহ্মের গুণ নয়, বরং এগুলো ব্রহ্মের স্বরূপ। 'সৎ' মানে ব্রহ্ম সনাতন সত্তা, 'চিৎ' মানে ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, এবং 'আনন্দ' মানে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

এই গুণগুলো নেতিবাচকভাবেও প্রকাশ করা হয়: 'সৎ' মানে 'অসৎ নয়', 'চিৎ' মানে 'জড় নয়', 'আনন্দ' মানে 'দুঃখস্বরূপ নয়'। শঙ্করের মতে, ব্রহ্মকে 'এক' বলাও সঙ্গত নয়, কারণ 'এক' একটি সংখ্যাগুণ। তাই তিনি ব্রহ্মকে 'অদ্বয়' বা 'অদ্বৈত' বলেছেন, যার অর্থ 'দুইও নয়'। ব্রহ্মকে 'নেতি নেতি' (এটি নয়, এটি নয়) পদ্ধতির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, অর্থাৎ ভুলকে বাদ দিয়ে সঠিক আবিষ্কারের উপর জোর দেওয়া হয়। যদিও নির্গুণ ব্রহ্ম অনিবাচ্য ও প্রমাণাতীত, এটি শূন্য নয়; বরং এটিই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা।

নির্গুণ ব্রহ্মকে যখন নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে কল্পনা করা হয়, তখন তাকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করেছেন। এই গুণগুলো ব্রহ্মের 'তটস্থ লক্ষণ'। পরমার্থিক দৃষ্টিতে যা নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাই সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে সগুণ ব্রহ্মকে চরম বাস্তবতা বলে মনে করা হয়। ঈশ্বর আরাধনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির একটি সোপানস্বরূপ; ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, যা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য অপরিহার্য।

শঙ্করের নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের ধারণাটি সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণার গভীরতা ও নমনীয়তা প্রকাশ করে। এটি কেবল একটি দার্শনিক বিভাজন নয়, বরং এটি পরম সত্তাকে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধি করার একটি পদ্ধতি, যা সাধারণ মানুষের জন্য উপাসনার পথ উন্মুক্ত করে এবং জ্ঞানীদের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব করে তোলে । এই ধারণাটি সনাতন ধর্মের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতিকে তুলে ধরে।

এটি ব্যাখ্যা করে যে কেন একই ধর্মে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং সাকার দেব-দেবীর পূজা উভয়ই প্রচলিত। নির্গুণ ব্রহ্ম হলো পরমার্থিক সত্য, যা সাধারণ মনের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। তাই সগুণ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) হলো ব্যবহারিক স্তরের ঐশ্বরিক প্রকাশ,

যা মানুষের ভক্তি ও উপাসনার জন্য একটি অবলম্বন প্রদান করে। এটি একটি সেতু বন্ধন করে জ্ঞানমার্গ (নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি) এবং ভক্তিমার্গ (সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা) এর মধ্যে। এই সমন্বয় সনাতন ধর্মের দার্শনিক গভীরতা এবং এর অনুসারীদের জন্য আধ্যাত্মিক পথের বৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করে।

এটি দেখায় যে ধর্মীয় অনুশীলন কেবল একটি নির্দিষ্ট পথে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা এবং উপলব্ধির স্তরের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে।

ঈশ্বর ও ভগবানের গুণাবলী

হিন্দু ধর্ম অনুসারে, ঈশ্বর নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্ম । তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন এবং তাঁর সৃষ্টি প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই অবস্থান করেন । ঈশ্বর পরমাত্মা এবং আত্মা রূপে সকল জীবের মধ্যে রয়েছেন । ভগবান হচ্ছেন স্ব-গুণ সম্পন্ন নিরগুণ ব্রহ্ম ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ/বিষ্ণুর মধ্যে পূর্ণ ঐশ্বর্য, পূর্ণ বীর্য, পূর্ণ যশ, পূর্ণ শ্রী, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য - এই ছয় প্রকার গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাই তিনিই একমাত্র ভগবান।

বেদ, উপনিষদ এবং গীতাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬ শ্লোকে বলা হয়েছে, "এক সত্তা পরব্রহ্মকে জ্ঞানীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মান, যম, মাতরিশ্বা আদি বহু নামে অভিহিত করেন"।

যজুর্বেদ ৩২.১ শ্লোকে বলা হয়েছে, "সেই পরমাত্মাই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, আপ ও প্রজাপতি"। ঈশ্বরকে 'আদিদেব', 'পিতা', 'পূজনীয় গুরু' এবং 'গুরুরও গুরু' বলা হয়েছে। তিনি 'ভূতভাবন' (সমস্ত প্রাণীর উৎপন্নকারী), 'ভূতেশ' (সমস্ত প্রাণীর ও দেবতাগণের অধীশ্বর), 'দেবদেব' এবং 'জগৎপতি'। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'অচক্ষুঃ পশ্যতি' (চোখ নেই, তবু তিনি দেখতে পান), 'অহস্ত-পাদ' (হাত নেই, তবু সবকিছু ধারণ করেন) বলা হয়েছে, কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সবকিছুর উৎস। ব্রহ্মকে 'গুণ ছাড়া' এবং 'সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত, দাগমুক্ত, সংশয়মুক্ত' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের অসংখ্য নাম থাকা সত্ত্বেও (যেমন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শক্তি) এগুলি একই পরম সত্তার বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ মাত্র। এটি "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (সত্য এক, জ্ঞানীগণ তাকে বহু নামে ডাকেন) নীতির প্রতিফলন।

এই ধারণাটি সনাতন ধর্মের অন্তর্নিহিত একত্ববাদকে স্পষ্ট করে। যদিও বাহ্যিকভাবে বহু দেব-দেবী বা নাম দেখা যায়, মূল দার্শনিক ভিত্তি হলো যে এই সবই এক পরম সত্তার বিভিন্ন দিক বা শক্তির প্রকাশ। এটি দেখায় যে

সনাতন ধর্ম একটি বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম নয়, বরং এটি একটি গভীর একেশ্বরবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম যেখানে ঐশ্বরিক শক্তি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় যাতে বিভিন্ন স্তরের ভক্তরা তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

এই অভিন্নতা ইসলামে আল্লাহর ৯৯ নামের ধারণার সাথে একটি সম্ভাব্য সমান্তরাল তৈরি করে, যেখানে আল্লাহর বিভিন্ন নাম তাঁর বিভিন্ন গুণাবলীকে নির্দেশ করে। এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে, যেখানে উভয় ধর্মই এক পরম সত্তার বহুবিধ প্রকাশ বা গুণাবলীকে স্বীকার করে।

সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করা হয় । তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, "যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম" ।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, "মত্তং সর্বং প্রবর্ততে" — জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে, অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তিতেই সবকিছুই ঘটিত হয় । তিনি 'প্রজাপতি' এবং 'প্রপিতামহ' ।

নিম্নোক্ত সারণীটি সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের প্রধান গুণাবলী (ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান) এবং তাদের স্বরূপ তুলে ধরে:

সারণী ২: সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের প্রধান গুণাবলী (ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান)

ধারণা	স্বরূপ/গুণাবলী	ব্যাখ্যা
ব্রহ্ম	নির্গুণ ব্রহ্ম	সকল প্রকার ভেদরহিত, অসীম, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ ।'সৎ, চিৎ, আনন্দ' ব্রহ্মের গুণ নয়, বরং স্বরূপ ।'নেতি নেতি' (এটি নয়, এটি নয়) দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ।
	সগুণ ব্রহ্ম (ঈশ্বর)	নির্গুণ ব্রহ্মকে যখন নাম, গুণ, ক্রিয়া দ্বারা কল্পনা করা হয় ।জগতের স্রষ্টা, পালক, সংহারক ।ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পরমার্থিক নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিভাত রূপ ।
ঈশ্বর	নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্ম	সর্বত্র বিরাজমান, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন ।পরমাত্মা এবং আত্মা রূপে সকল জীবের মধ্যে রয়েছেন ।
	গুণবাচক নাম	আদিদেব, পিতা, পূজনীয় গুরু, গুরুরও গুরু, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতি ।
	অতীন্দ্রিয় গুণাবলী	অচক্ষুঃ পশ্যতি (চোখ ছাড়া দেখেন), অহস্ত-পাদ (হাত ছাড়া ধারণ করেন) সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত, দাগমুক্ত, সংশয়মুক্ত ।
ভগবান	স্ব-গুণ সম্পন্ন নিরগুণ ব্রহ্ম	পূর্ণ ঐশ্বর্য, পূর্ণ বীর্য, পূর্ণ যশ, পূর্ণ শ্রী, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য - এই ছয় প্রকার গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ।

এই সারণীটি সনাতন ধর্মের ঐশ্বরিক ধারণার বহুমুখী প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এটি কেবল গুণাবলীর তালিকা নয়, বরং এটি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের পার্থক্য এবং একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশকে চিত্রিত করে। এটি পাঠককে সনাতন ধর্মের দার্শনিক গভীরতা এবং এর অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেবে, যা ইসলামে আল্লাহর গুণাবলীর সাথে তুলনার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে।

ইসলাম ও সনাতন ধর্মের ঐশ্বরিক ধারণার সামঞ্জস্যতা

একত্ববাদের ধারণা: বহু নামে এক সত্তা

উভয় ধর্মই এক পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যদিও প্রকাশের পদ্ধতি ভিন্ন । ইসলামে এটি 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একক অস্তিত্বে বিশ্বাস । সনাতন ধর্মে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়) ধারণাটি বিদ্যমান, যেখানে বলা হয় ঈশ্বর নিজে এক এবং তাঁর ব্যতীত বিশ্বে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই । ইসলামে আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশ করে । একইভাবে, সনাতন ধর্মেও এক পরব্রহ্মকে জ্ঞানীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করেন , যা ইঙ্গিত করে যে বহু নাম হলেও সত্তা একই।

উভয় ধর্মের "এক সত্তা, বহু নাম" ধারণাটি কেবল একটি ভাষাগত সাদৃশ্য নয়, বরং এটি ঐশ্বরিক উপলব্ধির একটি গভীর দার্শনিক অভিন্নতা নির্দেশ করে। এটি দেখায় যে পরম সত্তা মানুষের সীমিত উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন রূপে বা গুণাবলীতে প্রকাশিত হয়। এই সাদৃশ্যটি ইঙ্গিত করে যে, মানব মন পরম সত্তাকে তার অসীম ও নির্গুণ রূপে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না। তাই,

পরম সত্তা নিজেই তার বিভিন্ন গুণাবলী বা কার্যাবলীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে, যা মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হয়। এটি ঐশ্বরিক প্রকাশের বৈচিত্র্য এবং মানব উপলব্ধির সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। উভয় ধর্মই এই ধারণার মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের জন্য পরম সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে। এই অভিন্নতা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে, যেখানে উভয় ধর্মের অনুসারীরা বুঝতে পারে যে তারা একই পরম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বা গুণাবলীর উপাসনা করছে। এটি ধর্মীয় বিভেদ কমিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়াতে পারে।

সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা

উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখা হয়। ইসলামে আল্লাহই সাত আসমান ও অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন , এবং তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক । সনাতন ধর্মেও সগুণ ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করা হয় । তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, যা থেকে সবকিছুর জন্ম, যা থেকে সবকিছু টিকে থাকে এবং যা থেকে সবকিছু লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।

সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকার উপর উভয় ধর্মের জোর ইঙ্গিত করে যে, মানবজাতির অস্তিত্ব এবং মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা একটি ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ। এটি কেবল একটি সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা নয়, বরং এটি মানুষের জীবনে উদ্দেশ্য ও নির্ভরতার একটি অনুভূতি প্রদান করে।

এই অভিন্ন বিশ্বাস মানবজাতিকে তাদের অস্তিত্বের একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট প্রদান করে। এটি মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা, বিনয় এবং একটি ঐশ্বরিক পরিকল্পনার প্রতি আস্থা তৈরি করে। যদি ঈশ্বরই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হন, তবে মানুষ তার জীবনে উদ্দেশ্য খুঁজে পায় এবং বুঝতে পারে যে সে একটি বৃহত্তর ব্যবস্থার অংশ।

এটি নৈতিক দায়িত্ববোধ এবং ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এই সাদৃশ্যটি পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের ভিত্তি তৈরি করতে পারে, কারণ যদি সবকিছুই ঐশ্বরিক সৃষ্টি হয়, তবে এর প্রতি সম্মান ও যত্ন নেওয়া ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমানতা ও করুণা

উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ (সবকিছু জানেন) এবং সর্বশক্তিমান (সবকিছু করতে সক্ষম) হিসেবে বর্ণনা করা হয়।ইসলামে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান

এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। তিনি যা গোপন করা হয় এবং যা প্রকাশ করা হয়, সবই জানেন। সনাতন ধর্মে ব্রহ্মকে 'চিৎ' বা জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'অচক্ষুঃ পশ্যতি' (চোখ নেই, তবু তিনি দেখতে পান) বলা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে ঈশ্বর নিজ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকলেও তিনি জন্মরাহিত অবিনাশী পরমেশ্বর, যিনি সবকিছু জানেন।

করুণা ও দয়ার দিক থেকেও উভয় ধর্মের ঐশ্বরিক ধারণায় সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামে আল্লাহর অন্যতম প্রধান নাম হলো 'আর-রাহমান' (পরম দয়ালু) এবং 'আর-রাহীম' (অতিশয়-মেহেরবান)। সনাতন ধর্মেও ঈশ্বরের করুণা ও দয়ার ধারণা বিদ্যমান। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তিনটি গুণের সুপারিশ করা হয়েছে: সংযম (দম), দাতব্য (দান), এবং সমস্ত জীবনের জন্য সমবেদনা (দয়া)।

ঈশ্বরের এই গুণাবলী মানুষের মধ্যে গভীর আত্মিক নির্ভরতা তৈরি করে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জানেন, তাই কোনো গোপন পাপ বা পুণ্য তার কাছে লুকানো থাকে না, যা মানুষকে সৎ পথে চলতে উৎসাহিত করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেকোনো কিছু করতে সক্ষম, যা মানুষকে কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁর উপর ভরসা রাখতে শেখায়।

আর করুণাময় ঈশ্বর মানুষের ভুল ক্ষমা করেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন, যা মানুষকে আশা ও ক্ষমাশীলতা শেখায়। এই গুণাবলী মানব সমাজে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং সহানুভূতির ভিত্তি স্থাপন করে।

এই অভিন্ন গুণাবলী মানুষের মধ্যে একটি সার্বজনীন নৈতিক কাঠামো তৈরি করে। এটি মানুষকে নিজেদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করে, যা একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক।

নৈতিকতা ও উপাসনার গুরুত্ব

উভয় ধর্মেই নৈতিক গুণাবলী এবং উপাসনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামে নৈতিকতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; কুরআন ও হাদীসে নৈতিকতার অনুশীলন সম্পর্কে অসংখ্যবার আলোচনা করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম" (সহীহ বুখারী) ।

ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, সততা, উদারতা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক নৈতিক গুণাবলী । ইসলামে ইবাদত (উপাসনা) হলো আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । ইবাদতের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর হয় । সনাতন ধর্মেও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মের দশটি লক্ষণ রয়েছে: সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ ।

উপাসনা (পূজা, জপ, ধ্যান, যোগ সাধনা) মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, হিংসা বিদ্বেষ দূর করে এবং ভক্ত ও ঈশ্বরকে মুখোমুখি করে মোক্ষ লাভে সহায়তা করে । ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনা ও মোক্ষলাভ সম্ভব । নৈতিকতা ও উপাসনার উপর উভয় ধর্মের জোর ইঙ্গিত করে যে, ধর্ম কেবল বিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং এটি মানব জীবনের একটি সামগ্রিক পথপ্রদর্শক,

যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এই অভিন্নতা প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী নৈতিক কাঠামোও প্রদান করে। উপাসনা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে,
যা তাকে নৈতিক জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা ছাড়া উপাসনা

অর্থহীন, এবং উপাসনা ছাড়া নৈতিকতা দুর্বল হতে পারে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দেখায় যে ধর্মীয় শিক্ষাগুলি কেবল পরকাল বা আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয়, বরং ইহকালে একটি সুসংগঠিত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার জন্যও অপরিহার্য। উভয় ধর্মই মানুষের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বিকাশে সহায়তা করে।

নিম্নোক্ত সারণীটি ইসলাম ও সনাতন ধর্মের ঐশ্বরিক ধারণার মূল সামঞ্জস্যতাগুলো তুলে ধরে:

সারণী ৩: ইসলাম ও সনাতন ধর্মের ঐশ্বরিক ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ধারণা	ইসলাম	সনাতন ধর্ম	উভয় ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
একত্ববাদ/পরম সত্তা	তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব)	একমেবাদ্বিতীয়ম্/অদ্বৈত ব্রহ্ম	এক পরম সত্তায় বিশ্বাস
ঐশ্বরিক গুণাবলী	আসমাউল হুসনা (৯৯ নাম)	নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের ধারণা, ঈশ্বরের বহু নাম (ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি)	বহু নামে এক সত্তার প্রকাশ
সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক	আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক (রব), তত্ত্বাবধায়ক	ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, পালক, সংহারক	সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হিসেবে ঐশ্বরিক ভূমিকা
সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানতা	আল-আ'লীম (সর্বজ্ঞ), আল-কাদীর (সর্বশক্তিমান)	চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ), সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান	সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানতা
করুণা ও দয়া	আর-রাহমান, আর-রাহীম (পরম দয়ালু)	দয়া, করুণাময় গুণাবলী	করুণা ও দয়ার ধারণা
নৈতিকতার গুরুত্ব	উত্তম চরিত্র (আখলাক), ন্যায়বিচার, সততা	ধর্মের দশ লক্ষণ (সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া)	নৈতিক আচরণের উপর জোর
উপাসনার গুরুত্ব	ইবাদত (সালাত, সাওম), আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ	উপাসনা (পূজা, জপ, ধ্যান), ভক্তিযোগ, কর্মযোগ	উপাসনার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি

এই সারণীটি কেবল সাদৃশ্যগুলোর একটি তালিকা নয়, বরং এটি পাঠককে দুটি ধর্মের মূল দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে সরাসরি তুলনা করার সুযোগ দেবে। এটি দেখাবে যে, ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা ও আচারের আড়ালে কীভাবে মৌলিক ঐশ্বরিক ধারণাগুলো অভিন্ন থাকে। এটি আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ার একটি শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল টুল হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার

ইসলাম ও সনাতন ধর্ম দুটি ভিন্ন পথ হলেও, তাদের ঐশ্বরিক ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানব কল্যাণের লক্ষ্যসমূহে গভীর সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যগুলো পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তি তৈরি করে । ধর্মীয় সহাবস্থান এবং অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উভয় ধর্মই মানবজাতির কল্যাণের উপর জোর দেয় এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে ।

প্রতিবেদনে আলোচিত হয়েছে যে, ইসলামে আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) এবং সনাতন ধর্মে ব্রহ্মের ধারণা (নির্গুণ ও সগুণ) ভিন্ন হলেও, উভয়ই এক পরম সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং করুণাময় হিসেবে ঈশ্বরের গুণাবলী উভয় ধর্মেই স্বীকৃত। নৈতিকতা ও উপাসনার গুরুত্ব উভয় ধর্মেই সমানভাবে বিদ্যমান, যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য। তবে এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ ধর্মীয় বিভেদ নয়, বরং ধর্মীয় ঐক্যের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল বিশ্ব গঠনে সহায়ক হতে পারে।

সমাপ্ত

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732